For Private Circulation Only

ECHOES

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®

ডিসেম্বর ২০১৪ বিশেষ স্মারক সংখ্যা

শ্রী পার্থসারথী রাজগোপালাচারী

২৪ জুলাই ১৯২৭ – ২০ ডিসেম্বর ২০১৪

একটি দীপ্তিমান যুগ

" আমি বারংবার বলব যে, সারা জীবন ধরে এটা কখনো ভাবিনি আমি একজন গুরু। আমি যদি এ নিয়ে শুধু ভাবতাম, তাহলে কোন কাজের যোগ্য হতাম না,আমার মধ্যে গুরু হবার সেই যোগ্যতাই থাকত না। আমি নিজের বাবুজী মহারাজের একটি শিষ্য মাত্র, তাঁর কাজের অনুরূপ নিজে কাজ করি, ওনার নির্দেশ অনুযায়ী যা তিনি নিজের জীবনকালে দিয়ে থাকুন বা এখুনই দেন।

.... আমি নিজের গুরুর কাছ থেকে সংবাদ পাই, তিনি বলেন, " আমার কাছে চলে আসার সময় এখনও হয়নি কেননা তোমাকে আরো কাজ করতে হবে। কিন্তু তুমি যখন আসবে তখন তোমাকে সেইভাবে গ্রহণ করতে হবে, এবং তারপর আমরা আরো অন্যান্য পৃথিবীগুলিতে যাব...". আর আমি – জানিনা আমার খুশী হওয়া উচিত না দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। যদি কাজ শেষ হয়ে যায়, তাহলে জীবনও শেষ, এই শরীরে বা শরীরের বাইরে।"

World-Wide Live Webcast, 26 October 2014, Chennai, India

কমলেশ ডি. পটেলের একটি সংবাদ

আমরা সবাই ব্যক্তিগত ভাবে যা আঘাত অনুভব করেছি বা করছি সেটিকে শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা মুশকিল। সহানুভূতির কোন বাণী যথেষ্ট নয়। আমাদের গুরুদেব একজন অভ্যাসী, একজন প্রিসেপ্টর, একজন গুরু রূপে নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষণ অবিরাম সেবা করে এই মিশনের নিজের ৫০ বছর পূর্ণ করলেন।

ওনার জীবন, একটি আসল কর্মযোগীর উদাহরণ। কিন্তু ওনার জীবনের প্রত্যেক স্তরটি বেদনা ও দুঃখে পরিপূর্ণ ছিল। উনি নিজের জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি পাননি। বিভিন্ন কারণে তাঁর শান্তি ভঙ্গ হয়ে যেত। উনি শুধু আমাদের সকলের মধ্যে ঐক্য দেখতে চাইতেন।

ঐক্য। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় আমাদের অন্তরে এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্যের খুব অভাব। আমাদের তাঁকে অন্তত এবার কথা দিতে হবে, যে আমাদের মধ্যে আর কোন ভেদ থাকবে না। ভেদ থাকা খারাপ নয়, এটা খুবই ভাল, কিন্তু সেটি ঐ স্তরে যাওয়া উচিত নয় যেখানে আমরা একে ওপরকে অপছন্দ ও ঘৃণা করতে শুরু করে দিই। আমরা ভাই ও বোন।

আমাদের মধ্যে নাম ও যশের লালসা রাখা উচিত নয়। সহজ মার্গে নাম বিহীন হয়ে চুপচাপ কাজ করতে হয়, কিন্তু সার্বিক উদ্দেশ্যের প্রাপ্তির জন্যই একনিষ্ঠ হয়ে কাজ করতে হয়। বাবুজী মহারাজ উজ্জ্বল জগত থেকে বার বার বলছেন যে আমাদের মিশন পরিচিতি পাবে। ভবিষ্যতে লোকে এটিকে একটি ঐক্যের স্বরূপ হিসেবে জানবে। এর শুরু আমাদের দিয়েই।

আধ্যাত্মিকতার উপস্থিতিকে আমাদের হৃদয়ে সবথেকে অন্তর কক্ষে অন্তর্ভূত করা যে কত বড় মহানতা আর সেই মহানতা আরও বৃদ্ধি পায় যখন আমরা নিজেদের ব্যবহার এবং ক্রিয়াকলাপ দিয়ে সেই উপস্থিতিকেই বহির্ভূত করি।

আমরা যখন একজন অভ্যাসী, ভক্ত, প্রেমিক, শিষ্য, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক, প্রেম ও আশীর্ব্বাদের মাধ্যম, সাথে সাথে একটি উৎকৃষ্ট জগতের স্বপ্নও দেখতে পাই এবং ততধিক ভাগ্যবান হয়ে ওনার প্রেম ও যত্নের ভাগিদার হই। অতএব এক্ষেত্রে আমাদেরও কিছু সংকল্প করতে হবে। এটা ওনার স্বপ্ন ছিল যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকি এবং নিজেদের মধ্যে আমুল পরিবর্তন আনাকে জীবনের মূল উদ্দেশ্য করে একত্রে উন্নতি করি। এই পদ্ধতিতে ঈশ্বর যেন একসাথে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করেন।

চলুন আমরা শ্রদ্ধেয় গুরুদেবকে কথা দিই, এবং সাথে সংকল্প করি যে আমরা ওনাকে খুশী করব, নিজেদের অন্তরাত্মা দিয়ে ওনার উদ্দেশ্য পূর্তি করব। গুরুদক্ষিণা রূপে শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের উদ্দেশ্যে একটা সহজ সংকল্প নিই এবং কথা দিই যে, আমরা একটি ভালো অভ্যাসী, ভালো ভক্ত, ভালো প্রেমিক, ভালো শিষ্য, ভালো স্বেচ্ছাসেবক ভালো ভালো আরো ভালো হয়ে দেখাব।

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে

২০ ডিসেম্বর ২০১৪ রাতে, দীর্ঘ এবং কষ্টদায়ক অসুস্থতার পর গুরুদেবের এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার সংবাদ শুনে, আমি মানাপাক্কাম আশ্রমের দিকে প্রস্থান করলাম । আমি যখন ঢুকলাম তখন বাতাবরণে স্থিরতা এবং শান্তির অনুভব হল । যে অভ্যাসীরা সেখানে আগের থেকে এসেছিলেন তাদের খুব শান্ত লাগল এবং মনে হল গুরুদেবের এই জগত থেকে প্রস্থানের বাস্তবিকতাকে তারা মেনে নিয়েছেন । আগামী দু দিনে সারাদেশ থেকে প্রায় ২৫ হাজার অভ্যাসী এবং বিদেশ থেকেও বহু অভ্যাসীরা মানাপাক্কাম আশ্রমে তাঁর অন্তিম দর্শনের জন্য আছড়ে পড়লেন । গুরুদেবের শয়ন কক্ষের বাইরে দিকে একটি কক্ষে তাঁর পার্থিব শরীরটি রাখা হয়েছিল । অভ্যাসীরা যখন এক এক করে চোখে অশ্রু নিয়ে অসীম দুঃখের সাথে শান্ত ভাবে গুরুর দর্শন করছিলেন তখন গুরুদেবের আগের থেকে দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী গুরুপাদুকা স্তোতরম (গুরুর পাদুকার পূজো) আদি শঙ্করের এই গানটি বাজানো হচ্ছিল ।

এই গানটির প্রথম কিছু পংক্তি এই প্রকার ঃ

সংসারে এই অসীম সমুদ্র পার করা প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে

গুরুর প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠার নৌকায় চেপে ।

আমাকে ত্যাগের অমুল্য পথ দেখিয়ে,

ও শ্রদ্ধেয় গুরু আমি আপনা পুন্য পাদুকাকে নমন করি ।

২২শে ডিসেম্বর দুপুর বেলায়, আমাদের প্রিয় গুরুদেবের পার্থিব শরীরকে বসন্ত নগর শবদাহ কেন্দ্রে, অন্তিম সংস্কার করা হল । এই প্রকার একটি মহানগুরুর পার্থিব জীবনগাথার অন্ত হল, যেটি আমাদের সকলের ভেতর একটি বিশাল শূন্যতাকে জন্ম দিয়ে গেল ।

আমাদের জন্য ওনার শিক্ষা

নিজের জীবনে এবং যেভাবে তিনি চলে গেলেন, তারমধ্যে গুরুদেব আমাদের অনেকগুলো শিক্ষা দিয়ে গেলেন – মানুষের নশ্বরতাকে স্বীকার করা, আমাদের মূল্যবান সময়কে আধ্যাত্মিক বিকাশে ব্যবহার করে দৈবিক স্মরণে সেবার মাধ্যমে উচ্চতাকে প্রাপ্ত করা । সর্ব্বোপরি, কোনরকম আশা বা আকাঙ্ক্ষা না রেখে স্বীকার করা যা জীবন আমাদেরকে প্রদান করে । উনি এসবের জলজ্যান্ত উদাহরণ ছিলেন এবং সেইজন্যই আমাদের কাছে আদর্শ ও উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন ।

একজন গুরুদেবের প্রস্থান নিশ্চয়ই তাঁর অনুগামীদের উপর মারত্মক প্রভাব পড়ে এবং রাতের অন্তরে বিরাট শূন্যতা সৃজন করে । কিন্তু আমাদের প্রিয় গুরুদেব চারীজী মহারাজ যিনি তিন দশক ধরে আমাদের গুরুছিলেন, তিনি নিজের ভৌতিক প্রস্থানের জন্য অভ্যাসীদের হৃদয়কে আগে থেকেই তৈরী করে নিয়ে ছিলেন, গত দু বছর আগে যখন ওনার শারীরিক কষ্ট চরমে পৌঁছে ছিল আর অনেকবারই মনে হয়ে ছিল যে উনি হয়তো বিদায় নেবেন, কিন্তু উনি আবার ফিরে এসে ছিলেন এবং নিজের গুরুর আদেশ অনুসারে নিজের কাজ সত্যনিষ্ঠ হয়ে করে গিয়েছিলেন । সে সময় উনি বলতেন, " আমি দরজা পর্যন্ত গেছিলাম কিন্তু সেটা খোলেনি এবং আমাকে ফিরে যেতে বলা হল কেননা আমার কাজ তখনও শেষ হয়নি ।" কিছু মাস পূর্বে যখন আমরা গুরুর সঙ্গে কটেজের বারান্দায় বসে ছিলাম, উনি বললেন, " আমি শুধু এই কারণে চলে যেতে পারি না যে আমি একজন উত্তরাধিকার নিযুক্ত করেছি । আমি তখনই যেতে পারব যখন তিনি তৈরী হয়ে যাবেন ।"

বেদনা এবং কষ্ট – ওনার উত্থানের সিঁড়ি

গত এক বছর ধরে যখন কর্কট রোগ ওনার শরীরকে ছাড়খাড় করে দিয়েছিল এবং তাঁর শরীরিক ক্ষমতাকে ক্ষীণ করে দেয়, তাও নিজের কাজে লেগে থাকতেন । প্রায়ই বেদনা, জ্বর সংক্রমণ এবং ক্রমশঃ খিদের হ্রাস হবার কারণে উনি শয্যাশায়ী হয়ে যান । এতকিছু হওয়া সত্ত্বেও উনার জন্য ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করা অভ্যাসীদের দর্শন দিতে শয্যাকক্ষ থেকে হুইলচেয়ারে বাইরে নিয়ে যেতে বলতেন । অনেকদিন শয্যাশায়ী থাকার পর যখন ওনাকে হুইলচেয়ারে বসানো হল তখন তিনি ভ্রাঃ কমলেশ পটেলকে বললেন, " আমি এবার চেয়ারম্যান হয়ে গেলাম ।"

আমাদের গুরুদেবের উৎসাহ এইরকমই ছিল, তিনি নিজের

বার্ধক্যকে প্রতিদ্বন্দ্বিত করতে আহ্বান করতেন, অভ্যাসীদের মধ্যে আশা এবং বিশ্বাসের সঞ্চার করতেন তাদেরকে জীবনের দুর্ভাগ্যের সাথে লড়াই করার শক্তি যোগাতেন । ওনার জন্য বেদনা ছিল মহানতার শীর্ষে পৌঁছানোর সিঁড়ি । উনি আরও বলতেন গুরুর ব্যথা অভ্যাসীদের ভালবাসাকে তাঁর দিকে আকর্ষিত করে ।

জীবনের শেষ দিনগুলিতে যখন জ্ঞান ছিল ওনার কষ্ট দেখে আমি নিজের চিন্তা ব্যক্ত করতে বাধ্য হই । আমি বললাম যে আপনার পুত্র হবার দরুণ আপনি কষ্ট পেলে আমরাও কষ্ট পাই । গুরুদেব বললেন, "এটা সত্য নয় । শিশুরা কখনও কখনও কষ্ট পায়, কিন্তু মা–বাবাকে সর্বদাই কষ্ট পেতে হয় ।"

কিছুদিন আগে যখন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন একটি আলোচনার দরুণ বললেন যে, একজন ভ্রাতা একটি নামী সংস্থায় অংশীদার ছিলেন এবং আমি বললাম, " আমরা শুধুই আপনার অংশীদার হতে পারি কিন্তু আপনার কষ্টের নয় ।" গুরুদেব উত্তর দিলেন, " এটা সম্ভব নয় ।" যেমন বাবুজী হুইস্পারে বলেছেন, " এটা এভাবেই চলে !" আমি যখন বললাম যে উনি একজন সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশী কষ্ট পেয়েছেন, উনি উত্তরে বললেন, " এটা ঠিক, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন থেকে এটা শুরু ।"

মনে হয় গুরুদেবের এই কষ্টের অনেক বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে । বাবুজী মহারাজ ১০ই ডিসেম্বর ২০১৪ –র হুইস্পারের সংবাদে বলেন, এটাই চারীজীর কষ্টের 'চূড়ান্ত পদক্ষেপ' যেটি ওনাকে মানব বিকাশের উচ্চতম স্তরে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন । আমার মনে আছে ১৯৮৫ সাল নাগাদ গুরুদেব আমাকে বলেছিলেন নাদি শাস্ত্র (তাল পত্রে ভবিষ্যত বাণীকে নথিভুক্ত করার বিজ্ঞান), অনুসারে ওনার এমন আধ্যাত্মিক উচ্চতার প্রাপ্তি হবে যা এখনই পর্যন্ত কেউ প্রাপ্ত করতে পারে নি ।

গুরুদেবের শান্তনা সংবাদ

গুরুদেবের মহাসমাধির ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে গুরুদেব উজ্জ্বল জগত থেকে সংবাদ পাঠালেন যে, ওনার সব কষ্ট অবসান হয়ে গেছে । হাজার–হাজার অভ্যাসীরা যারা বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম মানাপাক্কামে ছুটে এসেছিলেন তাদের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম তাঁর এই কষ্টের অবসান হয়েছে ওনারাও সবাই নিশ্চিত অনুভব করছেন । যদিও তাঁর প্রস্থানে সবাইয়ের চোখে জল ছিল কিন্তু কারো কোন অভিযোগ ছিল না । এই স্বীকৃতি স্বভাব গুরুদেবই নিজের দীর্ঘ এবং যন্ত্রণাদায়ক অসুস্থতার মাধ্যমে তাদের (অভ্যাসীদের) তৈরী করেছেন ।

গুরুদেব নিজের অবর্তমানে একটি শিক্ষার সম্পদ রেখে গেছেন । উনি অক্লান্তভাবে বারংবার সহজ মার্গ পদ্ধতির শুদ্ধতা, চরিত্র গঠন, সবাইয়ের

জন্য প্রেম ও ভালোবাসা, অভ্যাসীদের মধ্যে বিশেষ করে কার্যকর্তাদের বোঝা পড়া এবং ভ্রাতৃত্বের ভাবনা । এই বিষয়গুলির উপর জোর দিয়ে গেছেন । আমাদের এই আহ্বান শিকার করা উচিত এবং ওনার প্রতি আমাদের ভালোবাসা স্বরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাওয়া উচিত ।

ওনার প্রতিনিধি

গুরুদেব খুবই নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের সংবাদে বলেছেন " ভবিষ্যৎ কে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দেখ ।" অভ্যাসীরা অনাথ হয়ে যায় নি । গুরুদেব নিজের প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ এবং অধিকার দিয়েছেন, ওনার কাজে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও আমাদের জীবনের দিশা নির্দেশ দিয়ে সেই জগতে নিয়ে যাওয়া যেখানে মহানগুরুরা বাস করে ।

১৯৮০ সালে, গুরুদেব যখন বাবুজী মহারাজের উত্তরাধিকার হলেন তখন আমি দেখে ছিলাম উনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন । গুরুদেব পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আমরা যখন গুরুর কথা বলি তখন সেটা কোন নাম, আকার তার বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত নয় বরং এটি তার মূলতত্ত্ব । ১৯৮৮ সালে শাহজাঁহান পুরে বসন্তপঞ্চমী উৎসবের সময় যখন ওনাকে বিপরীত পরিস্থিতি সংকীর্ণ মস্তিষ্কেরা ঘিরে রেখে ছিল তখন উনি খুব পরিস্কার ভাবে বললেন, " আপনাদের বাবুজী মহারাজের আশ্রমে অবস্থিত সমাধিতে খোঁজা উচিত নয়, বরম সেই লোকটির মধ্যে খোঁজা উচিত যেখানে উনি জীবন্ত অবস্থায় সমাধি নিয়েছেন ।

উনি সারা জীবন এই শিক্ষাটাই দিয়ে গেছেন – গুরুর মৃতু হয় না । তিনি অমর এবং আমাদের মধ্যে জীবন্ত গুরুরূপে বাস করেন ।

এ. পি দুরাই

উচ্চ প্রসংশা

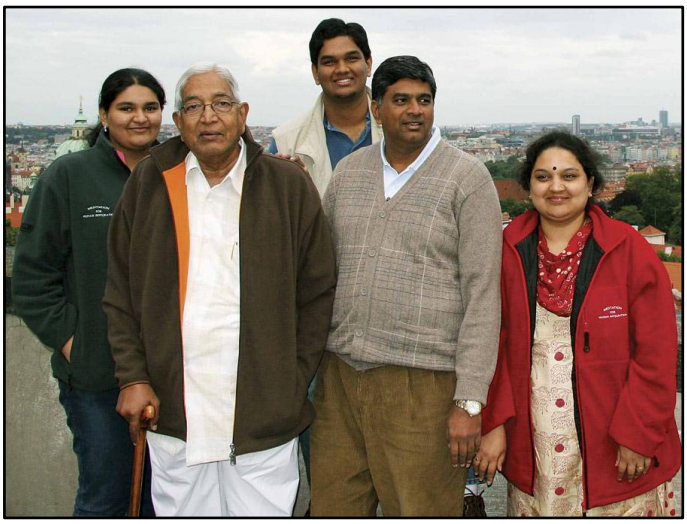

শ্রী পার্থপারথী রাজগোপালাচারী চেন্নাইয়ের কাছে ভায়ালুরে (Vayalur) ১৯২৭ সালের ২৪শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন । পিতামাতার চার সন্তানের মধ্যে ইনি জ্যেষ্ঠ ছিলেন । শৈশবে, পাঁচ বছর বয়সে তিনি মাকে হারান । তাঁর পিতা নিজের স্নেহ মমতার দিয়ে, সন্তানদের বড় করে তোলেন, যিনি তাদের সমস্ত প্রকারের শিক্ষার উপর লক্ষ্য রেখেছিলেন যেমন কলাবিদ্যা, ক্রীড়া এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যা মূল্যভিত্তিক জীবনের বুনিয়াদ গড়ে তোলে ।

পার্থসারথী মাকে হারানোর দুঃখ সহ্য করে এক স্বাতন্ত্র যুবক হয়ে বড়ো হন । তিনি বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি গ্রহণ করেন । পড়াশোনা সাথে সাথে তিনি সঙ্গীতও শেখেন এবং পড়ার প্রতি একটি চিরন্তন অনুরাগ বিকশিত হয় । বছর পাঁচেক বয়স থেকেই তাঁর মনের ভিতর আধ্যাত্মিক বিষয়ে জানার আকাঙ্ক্ষা জন্মায় । পঁচিশ বছর বয়সেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম, হিন্দু ধর্ম , আরও বিভিন্ন ধর্ম, যোগা এবং জ্যোতিষ বিদ্যা এই সব বিষয় তিনি বেশ আয়ত্ত করে ফেলেন ।

১৯৫৫ সালে তিনি শ্রীমতি সুলোচনাকে বিবাহ করেন এবং কয়েক বছর পরে, তাঁদের পুত্র কৃষ্ণার জন্ম হয় । সুলচনা, কৃষ্ণা, পুত্রবধু প্রিয়া এবং নাতিও নাতনী ভার্গব ও মাধুরীকে নিয়ে একসঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারে অলওয়ারপেট , চেন্নাই–এ অবস্থিত 'গায়েত্রী'–তে নিবাস করতেন । তাঁর কর্মজীবনের সিংহ ভাগটাই (১৯৫৫–১৯৮৫ সাল) অবধি টি.টি.কে (T.T.K.) সমূহ কম্পনীতে অতিবাহিত করেন । যেখানে তিনি একটি উচ্চ পদে ' নির্বাহিক অধিকর্তা' হিসাবে কাজ করেন ।

১৯৬৪ সালে পার্থ সারথীর পরিচয় আধ্যাত্মিক সাধনা পদ্ধতি সহজ মার্গের সাথে হয় এবং ওনার প্রথম নিজের গুরুদেব শাহজাঁহান পুর (উ.প্র) নিবাসী শ্রীরামচন্দ্রজী মহারাজ , যাঁকে ভালবেসে লোকে বাবুজী মহারাজ নামে ডাকতেন, তাঁর সাথে দেখা হয় ।

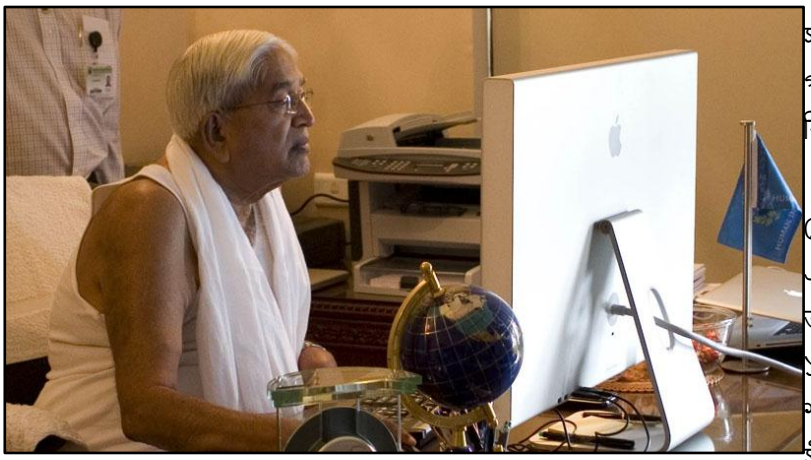

তাঁর আধ্যাত্মিক যাত্রা, বাবুজীর স্নেহময়ী নির্দেশনায় এক সুনির্দিষ্ট দিশা পায় । প্রবল উৎসাহে আধ্যাত্মিক জীবনের অন্বেষণা ছাড়াও, বাবুজীর প্রতি তাঁর স্বার্থহীন ভালবাসা জন্মায় এবং তিনি এক বাবুজীর একজন অন্যতম শিষ্য হয়ে উঠেন । যাঁর ব্যাপারে বাবুজী বলতেন যে পার্থ সারথীর হৃদয় প্রাচ্যের এবং মন পাশ্চাত্যের । পার্থসারথী বাবুজীকে তাঁর 'সহজ মার্গ' পদ্ধতির রাজযোগ ইচ্ছুকদের কাছে পৌঁছে দিতে অক্লান্ত সহায়তা করতেন । উনি বাবুজীর সাথে দেশ ও বিদেশ যাত্রা করতেন এবং শ্রীরামচন্দ্র মিশন নামে যে সংস্থা সহজ মার্গ পদ্ধতি চালনা করে তার সমস্ত রকম কার্যকলাপ দেখাশোনা করতে বাবুজীকে সহায়তা করতেন ।

তিনি মিশনে ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৮২ সাল অবধি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন এবং ১৯৭৪ সালেই বাবুজী পার্থসারথীকে তাঁর অবর্তমানে আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী এবং শ্রীরামচন্দ্র মিশনের সভাপতির পদে মনোনয়ন করেন । ১৯৮৩ সালে বাবুজী মহাসমাধি লাভ করেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পত্তি পার্থসারথীর হাতে তুলি দেন । এইভাবে পার্থসারথী সহজ মার্গ পদ্ধতির গুরুদেবদের পংক্তিতে তৃতীয় জীবিত গুরুদেব হলেন । ততদিনে মিশনের অস্তিত্ব ভারতবর্ষ এবং বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ে ।

১৯৮৩ সাল থেকে, ৩১ বছর ধরে চারীজী নিজের গুরুদেবের দেখানো পথে আধ্যাত্মিক ইচ্ছুকদের পথ প্রদর্শন করে গেছেন এবং মিশনের বিস্তার করে চলেছেন । তাঁর এই অদম্য প্রচেষ্টাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যার দরুণ আজ প্রায় দু লক্ষ মানুষ ১১০টি দেশে'সহজ মার্গ' অভ্যাস করছেন । তাঁর প্রবল আকর্ষণ শক্তি এবং মহৎ ব্যক্তিত্ব, সহজাত দক্ষতা সম্পন্ন সরলতা, সীমাহীন জ্ঞান, অকপটতা, সযত্নতা ও সম্পূর্ণ মানবিকতার জন্য

সারা বিশ্বে ইচ্ছুকদের ওনার চরণে টেনে এনেছে । বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওনার দক্ষতা তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের মাধ্যমে অভিব্যক্তি পায় । সেই সব কারণেই বিভিন্ন পেশাযুক্ত মানুষেরা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন । বাস্তবিক ভাবে, উনি আধুনিক জগতে উপনিষদ কালের পুনর্রচনা করেন । তাঁর বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক অবদান, অবিরাম নিঃস্বার্থ সেবা, কেন্দ্রীভূত মন, গুরুর প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি এবং কাজ করার অসীম ক্ষমতা যুগযুগের ইতিহাস সম্ভবতঃ অতুলনীয় ছিল । তাঁর অতল প্রেমের মাধ্যমে, যার বিস্তার সার্বজনীন কিন্তু ব্যক্তিগত রূপে যা ততটাই প্রকাশ পায়, তিনি অগুনতি ইচ্ছুকদের অর্থ প্রদান করেছেন এবং যাদের সযত্নে উচ্চতর জীবন লাভের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন । তাঁর সর্বপ্রকার পরিপূর্ণ এবং সুষম জীবনকাল মানবজাতি র জন্য সবসময় অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করবে ।

তাঁর পঞ্চাশ বছর মিশনে পূর্তির পর,২০শে ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং এর সাথে সাথে একটি যুগের সমাপ্তি হল । যেমন তিনি বারবার জোর দিয়ে বলতেন, যে গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক চিরন্তন, যা সময় অথবা নশ্বরতার মধ্যে কখন ম্লান হয় না । তাঁর সাথে শাশ্বত সংযোগের বিশ্বাস রেখে অশ্রুচোখে এই পৃথিবী থেকে চিরতরের জন্য বিদায় দিলাম ।

উনি নিজের অবর্তমানে রেখে গেছেন বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিকতার ইচ্ছুকদের একটি বিশাল সংখ্যা যারা তাঁর ভালবাসায় ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, শ্রীরামচন্দ্র মিশন এবং সহজ মার্গের মত আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানগুলি, ১২০ টারও বেশী আশ্রম এবং রিট্রিট সেন্টার যেগুলি প্রকাশ কেন্দ্র হিসাবে সেবা করছে, একটি সুব্যবস্থিত বিদ্যালয় যেটি আধ্যাত্মিক বাতাবরণে উচ্চমানের শিক্ষা প্রদান করে, প্রশিক্ষকদের একটি সমূহ যা বাবুজীর শিক্ষার ওপর আধারিত প্রশিক্ষণ দেয়, তাঁর মহিমাময় জীবন যা মানবজাতির কাছে একটি চিরস্থায়ী উদাহরণ এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী শ্রী কমলেশ ডি পটেল, যিনি তাঁর অমর ভালবাসাকে প্রাণাহুতির দ্বারা বজায় রাখবেন । তিনি একবার বলেছিলেন সহজ মার্গে একজন ভালবাসা পায়, নিজে ভালবাসায় পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং এই সম্ভবনা থাকে যে নিজের অবর্তমানে সে এই ভালবাসা রেখে যায় ।

উনি নিজের পরিবারে – পুত্র কৃষ্ণা, পুত্রবধূ প্রিয়া, নাতী ভার্গব ও নাতনী মাধুরীকে রেখে গেছেন এবং রেখে গেছেন নিজের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী শ্রীকমলেশ ডি পটেলকে ।

আমরা প্রেম, কৃতজ্ঞতা, ভক্তির সঙ্গে তাঁর পবিত্র চরণে প্রণত হয়ে প্রার্থনা করি যে তাঁর অনুপ্রেরণা এবং অন্তরের উপস্থিতি একটি অবিরত মশালের মত আমাদের দৈবিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে ।

ওম শান্তি শান্তি শান্তি ।

মানাপাক্কামে

যেমন যেমন আমাদের প্রিয় গুরুদেবের মহাসমাধির সংবাদ বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ে । অভ্যাসীরা অন্তরের আঘাত থেকে বেরিয়ে এসে মানাপাক্কামে সেই মহান আত্মাকে শ্রদ্ধা জানাতে জমা হতে শুরু করেন, যিনি তাদের জীবনের মুখ্য কেন্দ্রবিন্দু ।

হাজার হাজার অভ্যাসী শান্ত হয়ে আশ্রম হয়ে কটেজের দিকে নিরন্তর চলতে থাকা পংক্তিতে যোগ দেন । তারা সবাই প্রিয় গুরুদেবের ভৌতিক স্বরূপের শেষ দর্শনের জন্য এসেছিলেন, যিনি তাদের পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, বন্ধু এবং তার থেকে বেশী এমন একজন গুরু ছিলেন যাঁর হৃদয় দরজায় প্রত্যেকের ইচ্ছুক হৃদয় টোকা দিত । নিষ্ঠাবান স্বেচ্ছাসেবীরা সবাইকে জল এবং ফল বিতরণ করছিলেন এবং আশ্রম আশা দর্শনার্থীদের ভালবাসা ও যত্ন সহকারে সেবা করছিলেন ।

অভ্যাসীরা যখন গুরুদেবের কটেজে ঢুকলেন তখন এই মহিমাময়ী স্বরূপ দেখে তাদের চোখ দিয়ে অনবরত অশ্রু বইতে লাগল ও হৃদয় দুঃখে ভরে উঠল । কেননা ইনি আমাদেরকে খুব ভালবাসায় ভরা স্বরে আহ্বান করতেন, তিনি আজ শব্দহীন হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন এবং ওনার প্রিয়রা ওনাকে ঘিরে চোখের জল ফেলছে । যিনি দু হাত বাড়িয়ে সবাইকে আহ্বান করতেন, আমাদের বিভিন্ন স্তরে সাহায্য করতেন, আমাদের ভালোবাসতেন, আমাদের উপর নিজের আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করতেন এবং আমাদের হৃদয়কে আনন্দে ভরিয়ে তুলতেন, এই ভাবনা আমাদের দংশন করছে যে, গুরুদেবের চমৎকারী এবং স্নেহময়ী ব্যক্তিত্ব আর দেখতে পারব না যা সত্যি খুবই হৃদয় বিদারক । আশ্রমের বাতবরণ খুবই নির্মল ও শান্ত ছিল এবং প্রকৃতিও দুঃখী হৃদয়ের উপর বর্ষার মাধ্যমে প্রলেপ লাগিয়ে কিছুটা কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করছিল । ৫টার সময় ভ্রাঃ কমলেশ ধ্যান কক্ষে একটি সিটিং দিলেন যা দুঃখী হৃদয়ে অনেকটা শান্তি আনল ।

পরের দিন সকালে সৎসঙ্গের পর উজ্জ্বল জগৎ থেকে গুরুদেবের দেওয়া সংবাদ ধ্যান কক্ষে পড়ে শুনানো হল । প্রত্যেকে গুরুদেবের দিব্য উপস্থিতি অনুভব করল যা উনি ভৌতিক কষ্ট থেকে মুক্ত ছিল । দৈবিক আশীর্ব্বাদের সঞ্চার করে হৃদয় থেকে দুঃখকে সরিয়ে শান্তি, শক্তি,প্রেম কৃতজ্ঞতা এবং তাঁর শিখানোর পথে চলে আধ্যাত্মিক লক্ষ্য প্রাপ্তি

করে দিব্য গুরুদেবের সাথে একাত্ম হবার দৃঢ় সংকল্প হৃদয়ে স্থাপনা করছিল ।

২২শে ডিসেম্বর সন্ধ্যেবেলায় আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী এবং মিশনের কমলেশ ডি. পটেলকে স্বীকৃতি দেবার জন্য SRCM- এর কার্যকারী সমিতির মধ্যে দুটি বার্তালাপ হয় ।

২৩শে ডিসেম্বর সকালবেলায় মিশনের সচিব ভ্রাঃ ইউ. এস. বাজপেয়ী কার্যকারী সমিতির দবারা পাস করা প্রস্তাব পড়ে শোনালেন তারপরে ভ্রাঃ কমলেশ আমাদের সবাই মিশনের ভালোর জন্য ঐক্য বদ্ধ হয়ে কাজ করতে আহ্বান করলেন ।

উজ্জ্বল জগত থেকে পাওয়া সংবাদ দুঃখী হৃদয়ে শান্তির সঞ্চার করল এবং সবাই তা জেনে নিশ্চিন্ত হল যে " সব কিছু ঠিক আছে ।"

গুরুদেব আমাদের হৃদয়ে থাকেন, গুরুদেব ওনার সেই লেখাগুলিতে থাকেন যেগুলি চরম শ্রেষ্ঠতা ব্যক্ত করে । গুরুদেবের রেকড করা নিজের বক্তৃতা এবং ভিডিওগুলির মধ্যে জীবিত আছেন, যেগুলি বাস্তবিক রূপে আনা হৃদয়ের উদ্‌গার । গুরুদেব সেই অভ্যাসীদের বাড়িতে থাকেন যারা ওনার মিশনের এবং অভ্যাসীদের সেবা করেন । গুরুদেব সেই সব আশ্রমগুলিতে থাকেন যেগুলির নির্মাণ উনি করে গেছেন এবং আধ্যাত্মিকতার পথে চলতে উৎবিঘ্ন হৃদয়গুলির জন্য সেটিকে চার্জ করে গেছেন ।

আমাদের হতাশ হবার কিছুই নেই, কেননা আমাদের প্রিয় গুরুদেব

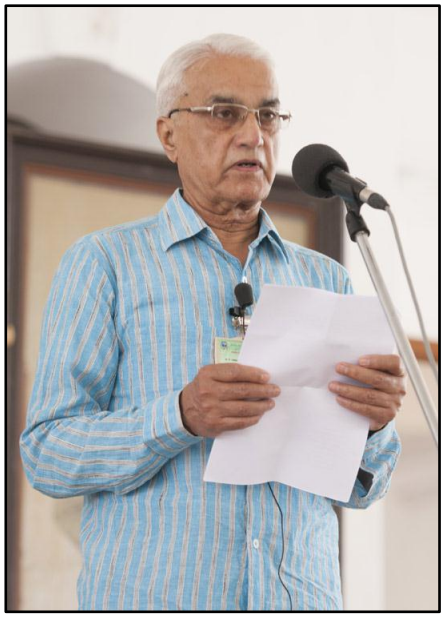

আমাদেরকে অনেক আগে থেকেই আশ্বাস দিয়ে গেছেন যে সারা বিশ্বে আধ্যাত্মিক ইচ্ছুকদের প্রয়োজন উনি পুরো করবেন এবং এই মিশন ও অভ্যাসীদের এমন একজনের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন যাকে গুরুদেব নিজের সমস্ত প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদান করেছেন তিনি হলেন– কমলেশ ভাই । আমাদের শুধু এখন ওনার কথা মত চলতে হবে এবং কাজে সহযোগীতা করতে হবে যাতে আমরা আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের প্রাপ্তি করতে পারি ।

A photo journey through our Master's fifty years in the Mission …

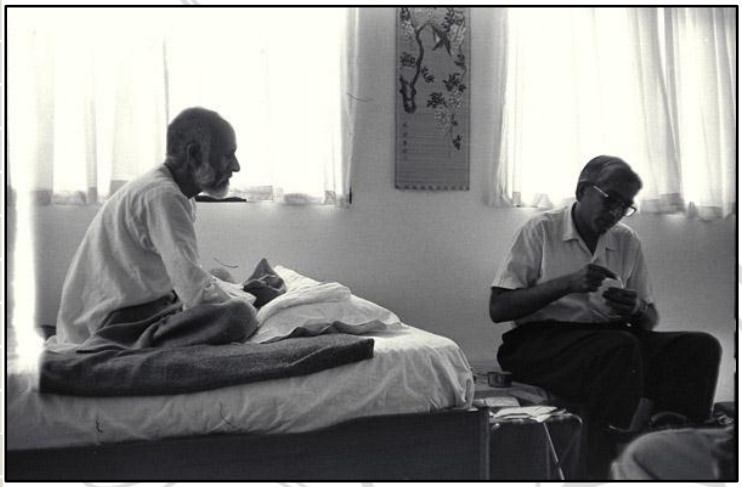

1972 - Rome

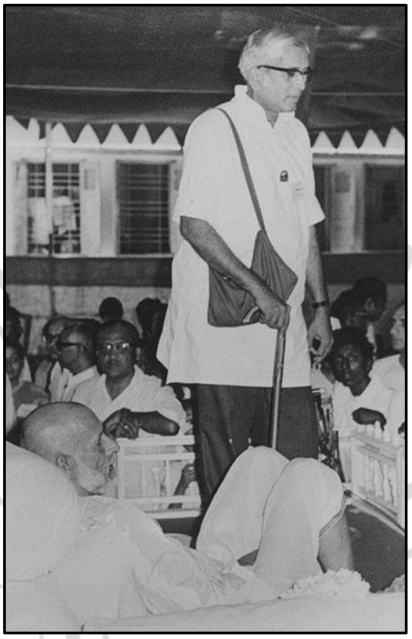

1973 - Chennai

1984 - Chennai

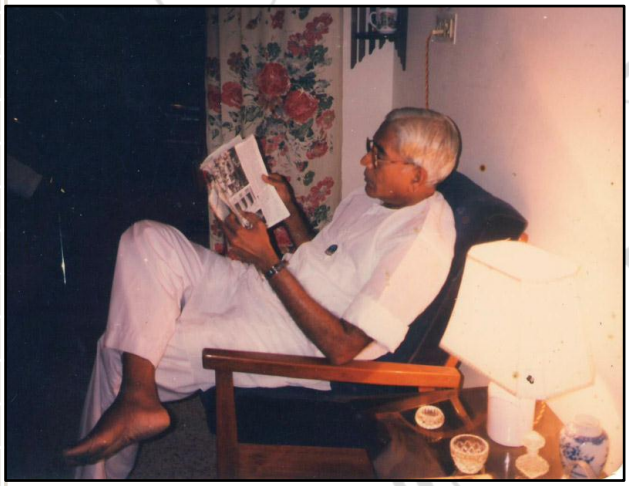

1988 – New Delhi

1990 – Manapakkam, Chennai

1991 – Bangalore

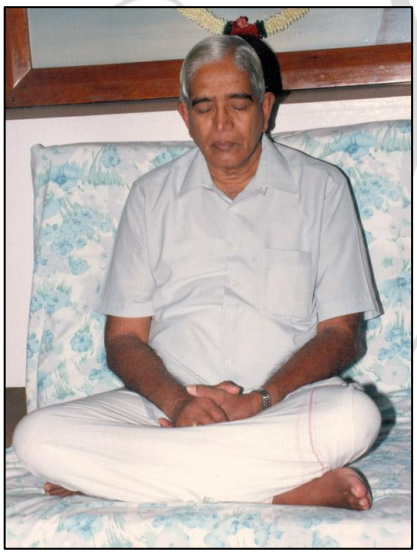

1989 – Bangalore

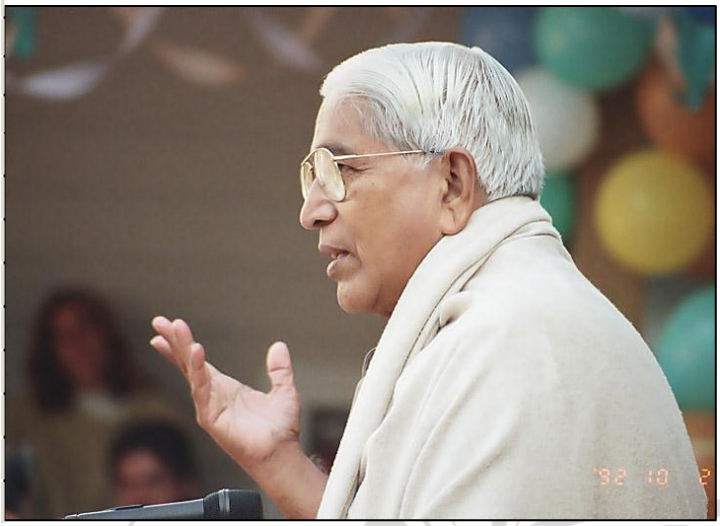

1992 – Molena, USA

1996 - Hyderabad

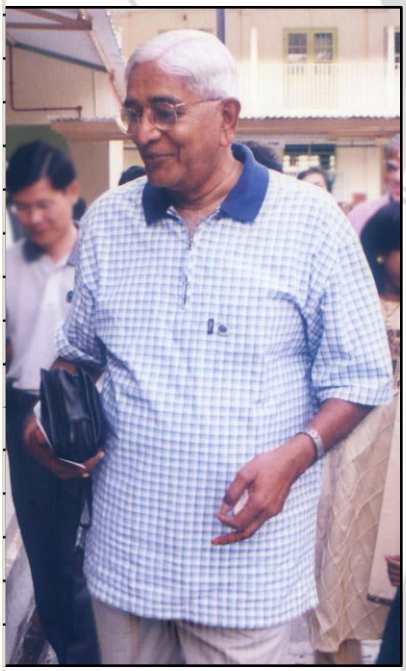

2000 - Singapore

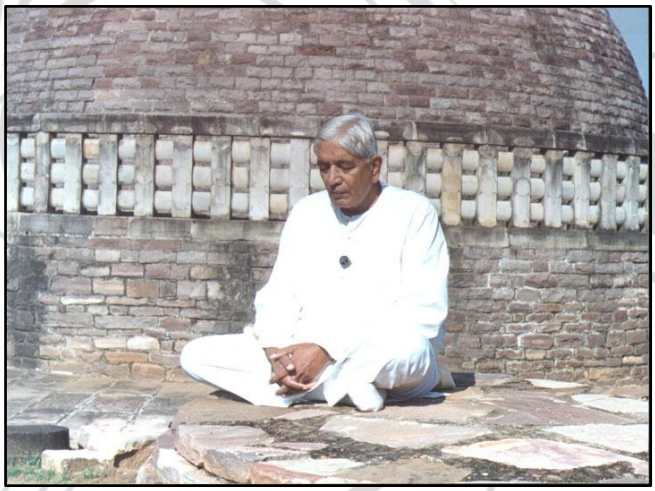

1997 - Sanchi

2004 - Chandigarh

2003 - Switzerland

2006 - Malaysia

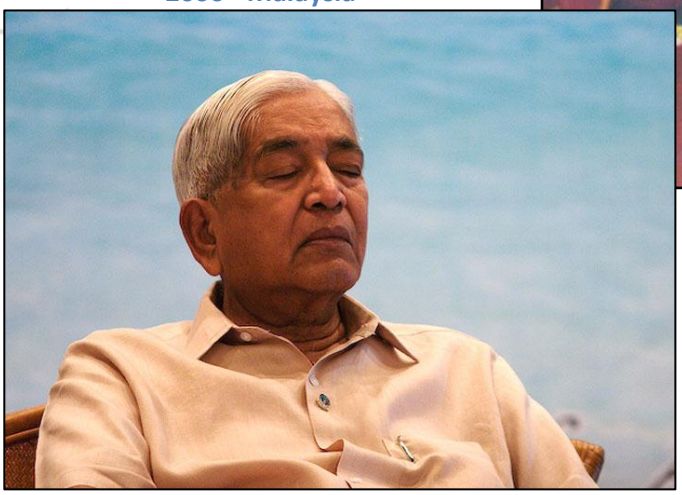

2007 – CREST, Bangalore

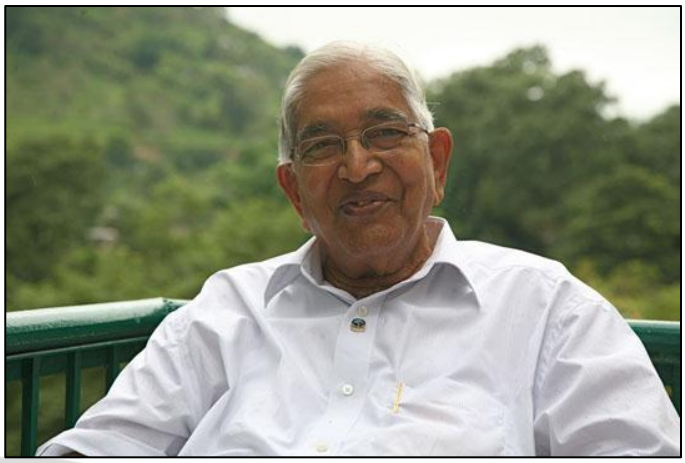

2008 – Naukuchiatal

2009 – Chennai

2010 – Chandigarh

2011 – Rudrapur ▶

2013 – 15th August - Chennai

2014 – Chennai